মৃণাল সেন-এর ছবি : ছবি ঘিরে নানা কথা

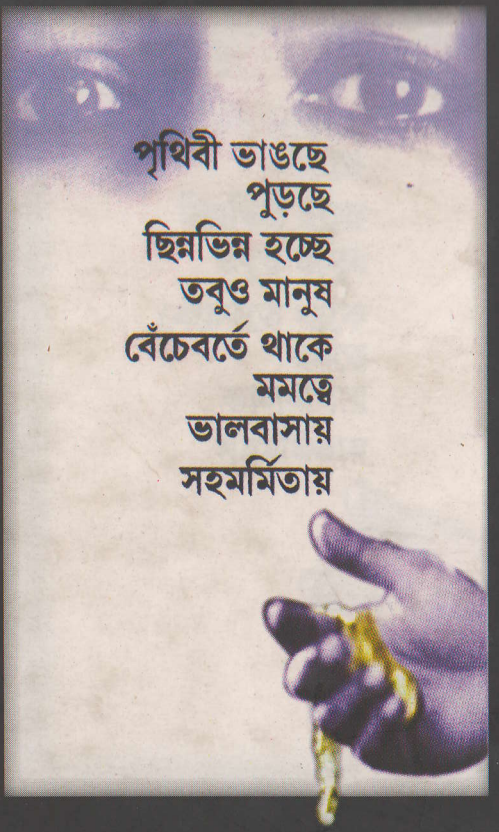

আমার ভুবন

মৃণাল সেন-এর ছবি : ছবি ঘিরে নানা কথা

আমার ভুবন

সম্পাদনা

বিশ্ব রায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সারল্যের জয়গান

দীপঙ্কর হোম

মৃণাল সেন-এর **আমার ভুবন** ছবি নিয়ে লিখবার জন্যে বিশ্ব রায়-এর কাছ থেকে যখন প্রস্তাব আসে, স্বভাবত কারণেই একটা কুণ্ঠাবোধ ছিল, আমি গবেষক মানুষ, বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ; দেশি বা বিদেশি ছবি দেখি বটে কিন্তু তা একেবারে দর্শকের আসন থেকে। ছবি নিয়ে লিখতে চলচ্চিত্র বিষয়ে যে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার তা আমার একেবারে নেই বললেই চলে। তবু, আমায় একটু ভাবতেই হল। কেননা, আমি মনে করি, বিজ্ঞানের সঙ্গে যেমন সমাজের সম্পর্ক নিবিড় চলচ্চিত্রের সঙ্গেও তাই। চলচ্চিত্র আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির বড়ো অবদান এবং সাহিত্যকলার মতো বিজ্ঞানও সংস্কৃতির অঙ্গ। এসব যুক্তি নিয়ে আমি যখন একটু দ্বন্দ্বে আছি বিশ্ব রায়-এর প্রস্তাবে রাজি হব কিনা, সেই মুহূর্তে বেলফাস্ট থেকে আমার এক পদার্থবিদ্ বন্ধুর ই-মেল পেলাম। তাতে তিনি সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আইনস্টাইন-এর চিঠিতে ব্যবহৃত একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন : 'Civilization is becoming hideously fragile, there's not much between us and the horrors underneath, just about a coat of varnish.'

রবীন্দ্রনাথও ওই একই সময়েই সভ্যতার সংকট উপলব্ধি করেছিলেন।

আজকের পরিস্থিতি আরও জটিল ও গভীর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নেপোলিয়ন মিশর জয় করেছিলেন শাসক অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত মামলুকদের পরাজিত করে। আমার বেলফাস্টের বন্ধু তাঁর ই-মেল এ আরও উল্লেখ করেছেন যে, ওই সময় নেপোলিয়ন প্রত্নতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকদের সঙ্গে করে এনেছিলেন মিশরের ঐতিহ্য রক্ষা করার কথা চিন্তা করে। কিন্তু আজ আমেরিকা যখন ইরাক আক্রমণ করছে, তখন সেই দেশের ঐতিহ্য রক্ষা করা তো দূরের কথা বরং মার্কিন সৈন্য বাগদাদ শহরে ঢোকার পরও মেসোপটেমিয়ার ঐতিহ্যবাহী সভ্যতার বহু মূল্যবান নিদর্শন ধ্বংস ও লুট হয়েছে। অথচ আমেরিকা আজকের বিশ্ব-প্রগতির প্রতীক হিসাবে পরিগণিত! এসব দেখে শুনে মনে হয় সভ্যতার যেসব উন্নতি হয়েছে সেগুলো কি অর্থহীন হয়ে যাবে? প্রাথমিক মূল্যবোধ ও অনুভূতিগুলিই যেখানে দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

এই সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনও আইডিয়োলজির কচকচানি তাই কাজে আসে না। ফিরে যেতে হয় মানব আত্মার শেকড়ের সন্ধানে। এইসব ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তখন মনে হল **আমার ভুবন** জাতীয় ছবি সম্পর্কে কিছু কথা বলা খুবই জরুরি।

মৃণাল সেন-এর যে কটি ছবি দেখেছি তাতে বরাবরই সমকালীন সময় প্রতিফলিত হয়েছে নানা আঙ্গিকে। এই ছবিতে তিনি ফিরে গেছেন সনাতনী মূল্যবোধে ; একেবারে

সহজ-সরল প্রকাশ ভঙ্গিমায়। ছবি দেখতে বসে এই সরলতায় আমরা আচ্ছন্ন হয়ে যাই। কিন্তু এই সরলতা বর্তমান সময় থেকে থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমার মনে হয় এই ছবিটিকে সমকালীন পরিস্থিতি ও ঘটনাবলির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখলে তবেই এই ছবিটির গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

এখানে মৃণাল সেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী আর্থিক স্বচ্ছল ও গরিব দুটি পরিবারের মানুষজন ঘিরে বাঙালি সমাজের একটি কাহিনি গেঁথেছেন। প্রায়শই আমরা দেখে থাকি, সাধারণ দৃষ্টিতে বাঙালি বলতেই 'হিন্দু' মনে করা হয়! মুসলমানদের ক্ষেত্রে সাধারণত বাঙালি না বলে বাঙালি মুসলমান বলা হয়ে তাকে। এই বিষয়েই সাম্প্রতিকতম একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি **মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার**-এর কথা মনে পড়ে। যেখানে মিসেস আয়ার ছেলেটির মুখে বাঙালি শুনে হিন্দুই ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু ছবির একেবারে শেষে যখন জানতে পারে ছেলেটি মুসলমান বেশ চমকে যায় এবং ছেলেটি বলে যে সে আগে বাঙালি পরে মুসলমান। মিসেস আয়ার যে চমকে গেলেন এই ছোট্ট ঘটনাটা চমৎকার ভাবে যে মানসিকতার প্রতিফলন দেখায় সেটা আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশের মধ্যে অবচেতনে ঢুকে গেছে। সেখানে **আমার ভুবন** ছবিতে আগাগোড়া মৃণাল সেন মুসলমানকে মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত না করে বাংলাভাষী এবং যেটা সবচেয়ে জরুরি প্রকৃত অর্থে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ যখন সচেতন ও অবচেতন ভাবে প্রত্যেক মানুষের তাদাত্ম্য (identity) নানাস্তরে বিপন্ন হচ্ছে, 'মনুষ্যত্ব মানে কী?' — এই প্রশ্নটাই অনেক জটিল মাত্রা লাভ করছে সেখানে **আমার ভুবন** ছবিতে যে সমাজকে দেখানো হয়েছে তা দেখে আমাদের হিংসে হয়। সহজাত জীবনবোধগুলি নতুন করে উপলব্ধি করতে পারি, যার সঙ্গে মানুষ-মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েনের নানা রকমের সূক্ষ্মস্তর জড়িয়ে আছে।

সব শেষে বলি, এই বয়সে ছবি করতে এসে এবং মাঝে দীর্ঘ ব্যবধানের পর তাঁর দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা ইমেজের একটা উত্তরণ ঘটিয়ে এত সহজ সরল ভঙ্গিমায় সাম্প্রতিক জটিল পরিস্থিতিতে মৃণাল সেন প্রতিক্রিয়া জানানোর যে ঝুঁকি নিয়েছেন তা সৃষ্টিশীল যে কোনও মানুষকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নতুনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে অনুপ্রাণিত করবে।

আশা করি, আগামী দিনগুলিতেও মৃণাল সেন তাঁর এই সহজাত আত্মবিশ্বাস বা কন্‌ফিডেন্‌স নিয়ে আমাদের অবাক করে যাবেন, যে আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে গত শতাব্দীর স্বনামধন্য পদার্থবিদ নিলস্ বোর বলেছিলেন : 'Confidence comes from not being always right, but from not fearing to be wrong.' আমি মনে করি, মৃণাল সেন এই কন্‌ফিডেন্‌সকেই পার্সোনিফাই করেন।